দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার ৩১ আষাঢ় ১৪১৯
১৫ জুলাই ২০১২

রেণুর মূল্য বৃদ্ধি ও ঘেরে ভাইরাস

■ সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

আইলা, সিডর ও জলাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে চলতি বছর একটু দেরিতে হলেও চিংড়ি চাষে মনোযোগী হয়ে উঠেছিল সাতক্ষীরার চাষিরা। তবে মৌসুমের শুরু থেকে পরিবহন সংকট, ভাইরাসের আক্রমণ, চাহিদামতো বাজারে উন্নতমানের রেণু না পাওয়া এবং রেণুর মূল্য বৃদ্ধির কারণে চাষিরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। এছাড়া বাজারে চিংড়ির মূল্য অস্বাভাবিক কমে যাওয়ায় এ শিল্পের সাথে জড়িতরা অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার চাপড়া গ্রামের চিংড়ি ঘের মালিক এ বি এম মোস্তাকিম জানান, গত বছর এ সময় যেখানে গড়ে প্রতি কেজি চিংড়ি মাছ বিক্রি হয়েছে সাত থেকে আটশ টাকায়, সেখানে এ বছর প্রতি কেজি মাছ বিক্রি হচ্ছে সাড়ে তিনশ টাকা থেকে চারশ টাকায়। ফলে এ বছর চিংড়ি চাষিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। চলতি বছর এ খাতে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশয় দেখা দিয়েছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার একটি বৃহৎ অংশ আয় হয় চিংড়ি মাছ থেকে। আর এ চিংড়ি মাছের শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদিত হয় সাতক্ষীরা জেলায়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী চলতি বছর জেলায় প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে ৪৫ হাজার ৯ শ ৮২টি খামারে চিংড়ি চাষ হয়েছে। এ বছর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ হাজার ৫শ ৪৪ টন।

বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর ভাইরাসের কারণে বার বার চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। লোকসান কাটিয়ে ওঠার জন্য আবারও চাষিরা চিংড়ি চাষ শুরু করে নিজ নিজ খামারে। তবে বাজারে গত বছরের তুলনায় এবার রেণুর দাম বেশি এবং সরবরাহ অপ্রতুল। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, সাতক্ষীরার বাজারগুলোতে বর্তমান যে রেণু পাওয়া যাচ্ছে তা ভারত থেকে আসা অত্যন্ত নিম্নমানের। ভারত থেকে আসা এসব রেণু ভাইরাসযুক্ত। এছাড়া এদেশের কিছু হ্যাচারি ভারতের চেন্নাই থেকে চোরাইপথে ভাইরাসযুক্ত নপলি (চিংড়ি মাছের ডিম) এনে তাদের হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করে বাজারজাত করছে। যা চিংড়ি ঘেরগুলোর জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এসব রেণু ঘেরে ছেড়ে একদিকে যেমন চিংড়ি চাষিরা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে ঝুঁকিতে পড়েছে দেশের অন্যতম এ রপ্তানি খাতটি। সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার বাঁশতলা গ্রামের চিংড়ি ঘের মালিক আব্দুস সাত্তার মোড়ল জানান, এ বছর এলাকার বিভিন্ন ঘেরে ব্যাপক হারে মাছ মারা গেছে। একদিকে বাজারে চিংড়ি পোনার দাম বেশি অন্যদিকে ঘেরগুলোতে মাছ মারা যাওয়ার কারণে চাষিরা হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। চিংড়ি পোনা ব্যবসায়ী শম্পা ফিসের মালিক বিশ্বনাথ ঘোষ জানান, গত বছর এ সময় যেখানে প্রতি হাজার চিংড়ি পোনা বিক্রি হয়েছে দুইশ টাকা থেকে আড়াইশ টাকায় সেখানে এ বছর প্রতি হাজার চিংড়ি পোনা বিক্রি হচ্ছে সাতশ টাকা থেকে আটশ টাকায়। চিংড়ি পোনার এ মূল্যবৃদ্ধির কারণে এ বছর অনেক চাষি তাদের ঘেরগুলোতে পোনা অবমুক্ত করতে পারছে না। ফলে এ বছর সাতক্ষীরা জেলায় চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

চিংড়ি উৎপাদন ও রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশয়

সাতক্ষীরা: জেলার একটি ঘেরে ভাইরাসে মরে যাওয়া চিংড়ি -ইত্তেফাক

বাজারে চিংড়ি পোনার মূল্যবৃদ্ধি এবং চিংড়ি ঘেরগুলোতে ভাইরাস লাগার কারণ সম্পর্কে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: আব্দুল ওয়াদুদ জানান, প্রচণ্ড গরমের পর হঠাৎ বৃষ্টির কারণে মাছ মারা গেছে। তবে এ অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলবায়ুর তেমন কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে এ বছরে জেলায় চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

চলতি বছর সাগর উত্তাল থাকায় মা মাছ সংগ্রহের জাহাজগুলো সাগরে যেতে পারছে না। যে কারণে কক্সবাজারের হ্যাচারিগুলোতে মা মাছ তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক হ্যাচারি বন্ধ হয়ে আছে। যেসব হ্যাচারি চালু আছে তার সংখ্যাও অত্যন্ত কম। যারজন্য বাজারে পোনার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হ্যাচারি মালিক জানান, চলতি বছর সাগর উত্তাল থাকায় মাদার সংগ্রহের জাহাজগুলো সাগরে যেতে পারছে না। এ সুযোগে অধিক মুনাফা লাভের আশায় একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ভারত থেকে পোনা বা নপলি এনে বাজারজাত করছে।